স্বপ্নে দেখে গাছের বিয়ে দিলেন এক নারী !

নানা রঙের কাগজ ও সামিয়ানা দিয়ে সাজানো হয়েছে বাড়ি। চলছে নাচ-গান। প্রতিবেশী ও আত্মীয়-স্বজনে ভর্তি বাড়িতে যেন তিল ধারণের ঠাঁই নেই। বর-কনেকে সাজানো হয়েছে বিয়ের পোষাকে। তবে এখানে কোনো মানুষের বিয়ে হচ্ছেনা; দুটো গাছকে দেওয়া হচ্ছে বিয়ে!

ঘটা করে ব্যতিক্রমী এমন বিয়ে হয়েছে চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা উপজেলার ডাউকি ইউনিয়নের বিনোদপুর গ্রামে। ওই গ্রামের দরগাতলা পাড়ার নবীছউদ্দীন বিশ্বাসের স্ত্রী মোমেনা খাতুনের স্বপ্নপূরণ করতেই এই বিয়ের অনুষ্ঠান।

মোমেনা খাতুন বলেন, ‘‘এক বছর আগে স্বপ্নে আমাকে ওই দু’টো গাছকে বিয়ে দিতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তাই গাছ দু’টোর বিয়ে দিয়ে আমার স্বপ্নপূরণ করলাম।”

গত সপ্তাহের মঙ্গলবার দুপুর থেকে নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে শুরু হয় মোমেনা বেগমের স্বপ্নপূরণ। প্রথম দিন হয় গায়ে হলুদের অনুষ্ঠান। ওই দিন তার বাড়ির আঙিনার বট ও অশ্বথ (পাকুর) গাছকে প্রথমে হলুদ মাখানো হয়। এরপর তাদের গোসল করানো হয়। পরদিন হয় ক্ষীর খাওয়ানো অনুষ্ঠান। গত বৃহস্পতিবার সকাল থেকে শুরু হয় বিয়ের মূল আনুষ্ঠানিকতা।

সকাল ১১টা থেকে শুরু হয় বিয়ের আয়োজন। বট গাছকে পুরুষ ও পাকুর গাছকে নারী রূপে ধরা হয়। গাছের চারপাশ রঙিন কাগজ ও ফুল দিয়ে সাজানো হয়। টানানো হয় সামিয়ানা। বট গাছে জড়ানো হয় লুঙ্গি, আর পাকুর গাছে শাড়ি। ধুপ, আগরবাতি ও মোমবাতি জ্বালানো হয়। গাছের গোড়ায় রাখা হয় বিভিন্ন ফল।

গাছ দুটোকে বিয়ে পড়িয়েছেন একই গ্রামের মানোয়ার হোসেন। তিনি বলেন, ‘‘আমি একটি ব্যতিক্রর্মী বিয়ে পড়ালাম। বিয়েতে সব ব্যবস্থা রাখা হয়েছিল। কিছু নিয়ম কানুন মেনে বিয়ে পড়িয়েছি।”

অতিথিদের আপ্যায়নের জন্য গত শুক্রবার একটি খাসি জবাই করা হয়। সকাল থেকে শুরু হয় রান্নার আয়োজন। দুপুরের আগেই শেষ হয় রান্না। বিয়েতে আত্মীয় স্বজন ও গ্রামের শতাধিক নারী-পুরুষকে দাওয়াত দেওয়া

হয়।

দুপুরে শতাধিক নারী-পুরুষদের খাবার দেওয়া হয়। অতিথিদের খাওয়ানো হয় খাসির মাংস, সাদা ভাত, মুসুর ডাল, সবজি ও মুরগির মাংস।

বিয়ের দাওয়াত খেতে আসা বিনোদপুর গ্রামের বাসিন্দা মনোয়ার হোসেন খোকন বলেন, ‘‘আমি একজন বাঁশি বাদক। অনেক জায়গায় অনুষ্ঠানে গিয়েছি, কিন্তু এমন বিয়ে প্রথম দেখলাম। মোমেনা খালা বিয়ের দাওয়াত দিয়েছিল। গ্রামের সবাই মিলে বিয়ের দাওয়াত খেয়েছি।’’

জরিনা খাতুন নামে এক বৃদ্ধা বলেন, ‘‘বয়স অনেক হলেও এমন বিয়ের কখনও দেখিনি। শখ করে বিয়ের আয়োজন করেছে তারা। অনুষ্ঠান দেখে খুব ভাল লেগেছে।’’

আরো পড়ুন: মুজিবনগরে বিয়ের দাবিতে প্রেমিকের বাড়িতে প্রেমিকার অনশন

বিয়ের আয়োজক মোমেনা খাতুন জানান, স্বপ্নে তাকে যখন বিয়ে দিতে নির্দেশ দেওয়া হয় তখন তার আর্থিক অবস্থা ভাল ছিল না। তাই তখন কিছুই করতে পারেননি। তবে কয়েকদিন পর তার স্বামীও একই স্বপ্ন দেখেন বলে দাবি করেন তিনি।

মোমেনা জানান, এরপর বিষয়টি পরিবার ও প্রতিবেশীদের জানানো হলে তখন সবাই আলোচনা করে বিয়ের দিন ঠিক করা হয়। বিয়ের আয়োজনের জন্য টাকাও তোলা হয়। বিয়ের জন্য সকল কেনা কাটা করা হয়। ছেলে-মেয়ের শাড়ি, লুঙ্গি, সাজ সজ্জার উপকরণ, বাজারসহ প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কেনা হয়।

তিনি আরও জানান, ‘‘বাড়ির পাশে একটি খেজুর গাছ ছিল। সেই খেজুর গাছের মধ্যে বট ও পাকুর গাছ জন্ম নেয়। পরে খেজুর গাছটি মারা যায়।’’

আলমডাঙ্গা সরকারি ডিগ্রি কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ কৃষিবিদ গোলাম সরোয়ার বলেন, ‘‘এ ধরনের বিয়ের আয়োজনের কথা প্রথম শুনলাম। গ্রামের মানুষ কুসংস্কার থেকে এ ধরনের আয়োজন করেছে।’’

আলমডাঙ্গা উপজেলার জামজামি গ্রামের মাওলানা নাসির উদ্দিন বলেন, ‘ ‘ধর্মের ওপর বিশ্বাস না থাকার কারণে এ বিয়ের আয়োজন করেছে। ইসলাম ধর্মে যার কোনো বিধান নেই। কুসংস্কার থেকে এমনটি হয়েছে।’’

আলমডাঙ্গা ডাউকি ইউনিয়ানের ৩নং ওয়ার্ডের মেম্বার বদর উদ্দিন জানান, প্রথমে আমি মনে করি নবীছদ্দিন বিশ্বাসের নাতির বিয়ে হচ্ছে। কারণ বাড়িতে গান বাজনা, আনন্দ দেখে মনে হচ্ছিল বড় আয়োজন করে বিয়ে হচ্ছে। পরে জানতে পারি বট ও পাকুর গাছের বিয়ে হয়েছে।

- এ.এইচ কামরুল, চুয়াডাঙ্গা

চিৎলা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা উপজেলার কুলপালায় চিৎলা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রবিবার বিকালে চিৎলা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি শাহ আব্দুল বাতেনের সভাপতিত্বে মতবিনময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। মতবিনিময় সভায় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য দেন চিৎলা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মোজাম্মেল হক।

অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সিনিয়র সহ-সভাপতি ও বীরমুক্তিযোদ্ধা নুরুজ্জামান লাল্টু, সহ-সভাপতি তোহিদ মেম্বার, সাংগঠনিক সম্পাদক খাইরুল বাশার, আওয়ামীলীগ নেতা শমশের, বেল্টু, নজরুল, মালেক, ঝন্টু, হারেজ মিয়া, ভুট্টা মিয়া, মহাসিন, আবুসিদ্দিক, মজিবর, আশুতোষ, আতাউর রহমান,প্রমুখ।

মতবিনিময় সভায় কিভাবে আওয়ামী লীগের ভিতকে শক্তিশালী করা যায় সে ব্যাপারে কিছু দিক নির্দেশনা মূলক আলোচনা হয় এবং আওয়ামী লীগের ২১ তম জাতীয় সম্মেলনে নবনির্বাচিত সভাপতি মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও সেক্রেটারি ওবায়দুল কাদের কে চিৎলা ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানানো হয়।
- চিৎলা প্রতিনিধি

গা-গ্রামের নারীদের নিপুন হাতের ছোঁয়ায় তৈরী হয় কলাই ডালের বড়ি

গ্রামের নারীদের হাতের ছোঁয়ায় তৈরি হয় কলাই ডালের বড়ি। তবে আগের মতো আর ব্যাপক হারে নেই। আসলে গ্রামে গ্রামে কমেছে বড়ি তৈরির উদ্দীপনা।

মাস কলাইয়ের ডাল ও চাল কুমড়ার সমন্বয়ে তৈরি এই খাদ্যপদটির জন্য নারীদের প্রস্তুতি দেখা যায় শীত মৌসুমের আরও দু’তিন মাস আগে থেকে। বড়ি প্রস্তুতের জন্যই অনেকে বাড়িতে চাল কুমড়ার চারা লাগান।

উৎপাদিত চাল কুমড়া সংরক্ষণ করে শীতের কোনো এক সুবিধাজনক সময়ে বাজার থেকে ঠিকরে কলাইয়ের ডাল সংগ্রহ করে গ্রামের নারীরা লেগে যান বড়ি তৈরির কাজে। এ যেন এক উৎসব। তৈরি করা বড়ি সংরক্ষণ করে রাখা যায় বছরজুড়ে। সারা বছরই বিভিন্ন তরকারির সঙ্গে রান্না করে খাওয়া যায় এটি।

এখন শীত মৌসুম। বড়ি তৈরির অন্যতম সময়। আলমডাঙ্গা পৌর এলাকার এরশাদপুর গ্রামে বড়ি তৈরি করতে দেখা গেলো গৃহবধূ শাবানা খাতুনকে। তিনি জানান, বড়ি দেওয়ার জন্যই বাড়িতে চাল কুমড়ার চারা লাগিয়ে ছিলেন। তাতে বেশ ফলনও হয়েছে। পরে বাজার থেকে তিন কেজি ঠিকরে কলাই ডাল সংগ্রহ করেন তিনি।

বড়ি দেওয়ার প্রক্রিয়া সম্পর্কে তিনি বলেন, চাল কুমড়া ভালো করে কেচে মিহি করে নিতে হয়। অন্যদিকে ডাল ভিজিয়ে মিহি করে বাটতে হবে। পরে কুমড়া ও ডাল মিশিয়ে খামির তৈরি করতে হবে। এক্ষেত্রে অনুপাত হবে দুই কেজি ঠিকরে কলাই ডাল ও আড়াই কেজি চাল কুমড়া।

কুমড়া ও ডালের খামির হয়ে গেলে শুকনা পরিষ্কার কাপড় রোদে বিছিয়ে বা টাঙিয়ে তার ওপর ছোট্ট ছোট্ট করে বড়ি দিতে হবে। শুকিয়ে মচমচে হয়ে গেলে সংরক্ষণ করে প্রয়োজন মতো রান্না করে খাওয়া সম্ভব যে কোনো সময়।

কুমারী গ্রামের ছবিরন জানায় , আগে বাড়ি -বাড়ি বড়ি তৈরির উৎসব হতো। কিন্তু এই যুগে নারীদের মধ্যে সেই উৎসাহ বা আগ্রহ দেখি না। আবার চাল কুমড়া প্রাপ্তিও দুঃসাধ্য। সব মিলিয়ে বড়ি দেওয়ার রেওয়াজ কমে যাচ্ছে। তারপরও গ্রামের বেশ কিছু বাড়িতে এ বছর বড়ি তৈরি করতে দেখা গেছে।

-আলমডাঙ্গা প্রতিনিধি

আলমডাঙ্গায় গ্যাস সিলিন্ডার বিষ্ফোরণে ঝলসে গেছে অন্তঃসত্ত ¡◌া গৃহবধূর শরীর

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা উপজেলার বড় বোয়ালিয়া গ্রামে গ্যাস সিলিন্ডার বিষ্ফোরণে ঝলছে গেছে অন্তঃসত্ত ¡◌া গৃহবধূ শ্যামলী কর্মকারের (২৬) শরীর।
গ

তকাল শনিবার দুপুর ১২ টার দিকে রান্না করার সময় এ দুর্ঘটনা ঘটে। মুমূর্ষু অবস্থায় উদ্ধার করে তাকে প্রথমে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়। সেখানে অবস্থার আরও অবনতি হলে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে রেফার্ড করা হয়েছে।

অগ্নিদগ্ধ শ্যামলী কর্মকারের স্বামী কুমারেশ কর্মকারের বাড়ি যশোর শহরে। তিনি আলমডাঙ্গার হাটবোয়ালিয়া বাজারে আর আর এফ নামের এনজিও-তে চাকরি করেন।
চাকরিস্থলের পাশেই বড় বোয়ালিয়া গ্রামের অধ্যাপক শহিদুল ইসলামের বাড়িতে স্ত্রী শ্যামলীকে নিয়ে ভাড়াটিয়া হিসেবে বসবাস করেন।

শ্যামলী কর্মকার ৪মাসের অন্তঃসত্ত ¡◌া বলে প্রতিবেশীরা দাবি করেছেন।

-আলমডাঙ্গা প্রতিনিধি

চুয়াডাঙ্গা আলমডাঙ্গার পাঁচকমলাপুরে আসছে মিজানুর রহমান আজাহারী

চুয়াডাঙ্গায় আসছেন এ সময়ের সবচেয়ে আলোচিত ও জনপ্রিয় বক্তা, বিশিষ্ট ইসলামিক স্কলার ও পবিত্র কোরআন গবেষক শায়খ মিজানুর রহমান আল আজাহারী।

আগামী ১৬ ডিসেম্বর সোমবার আলমডাঙ্গার পাঁচকমলাপুর কওমিয়া হাফেজিয়া মাদ্রাসার ১৩তম ঐতিহাসিক তাফসিরুল কোরআন মাহফিলে অংশ নেবেন তিনি।

তিনি কোরআন ও হাদিস থেকে প্রধান বক্তা হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা করবেন। মাহফিলে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন চুয়াডাঙ্গার কৃতী সন্তান পাঁচকমলাপুর কওমিয়া হাফিজিয়া মাদ্রাসার পরিচালক, বাংলাদেশ বিজনেস চেম্বার অব সিঙ্গাপুর (বিডিচ্যাম)-এর প্রেসিডেন্ট আলহাজ্ব সাহিদুজ্জামান টরিক।

পাঁচকমলাপুর হাফিজিয়া মাদ্রাসার মুহতামিম হযরত মাওলানা আব্দুল হামিদের সভাপতিত্বে বিশেষ বক্তা হিসেবে ওই দিন তাফসির পেশ করবেন বিশিষ্ট ইসলামিক চিন্তাবিদ, মুফাচ্ছিরে কোরআন হযরত মাওলানা মুফতি আলী আকবর। মাহফিল উপলক্ষে মাদ্রাসার পাশ্ববর্তী বিশালাকার মাঠে প্যান্ডেল নির্মাণ ও মাঠ প্রস্তুতের শেষ পর্যায়ের কাজ চলছে।

প্রসঙ্গত, চুয়াডাঙ্গা আলমডাঙ্গার ঐতিহ্যবাহী দ্বীনি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পাঁচকমলাপুর কওমিয়া হাফেজিয়া মাদ্রাসা।

এ প্রতিষ্ঠানের প্রধান পৃষ্ঠপোষক ও পরিচালক, বাংলাদেশ বিজনেস চেম্বার অব সিঙ্গাপুর (বিডিচ্যাম)-এর প্রেসিডেন্ট আলহাজ্ব সাহিদুজ্জামান টরিকের আমন্ত্রণে চুয়াডাঙ্গায় আসছেন শায়খ মিজানুর রহমান আল আজাহারী।

- চিৎলা প্রতিনিধি

রাষ্ট্রীয় সফরে বীর প্রতীক সাইদুর রহমানসহ মুক্তিযোদ্ধা প্রতিনিধি দল ভারতে

মহান মুক্তিযুদ্ধে অসামান্য ভূমিকা পালনকারি আলমডাঙ্গার কৃতি সন্তান বীর প্রতীক সাইদুর রহমান রাষ্ট্রীয় সফরে ভারতে যাচ্ছেন। ভারতে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশের বিজয় দিবসের অনুষ্ঠানে ৫ বাহিনির ৬ জন বীর প্রতীকসহ মোট ৩৬ জন ভারত সরকারের আমন্ত্রণে সে দেশে অনুষ্ঠিত বিজয় দিবসের অনুষ্ঠানে যোগদান করবেন।

জানা গেছে, ১৬ ডিসেম্বর ভারতের কলকাতায় বাংলাদেশের বিজয় দিবস উপলক্ষে ৫ দিনব্যাপি বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। ওই অনুষ্ঠানে যোগ দিতে আমন্ত্রিত হয়েছেন বাংলাদেশের ৫ বাহিনীর ৫ বীর প্রতীকসহ মোট ৩৬ জনের প্রতিনিধি দল।

এদের মধ্যে সেনা বাহিনীর ২ জন, বিমান বাহিনী, নৌবাহিনী, বিজিবি ও পুলিশের ১ জন করে বীর প্রতিক, ৫ জন সেনাবাহিনির কর্মকর্তাসহ অন্যান্য ২৫ জন বিশিষ্ট মুক্তিযোদ্ধা অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন। বিজিবি-র প্রতিনিধি হিসেবে বীর প্রতীক সাইদুর রহমান যাচ্ছেন ভারতের রাষ্ট্রীয় আমন্ত্রণে। গত ১২ ডিসেম্বর তিনি ঢাকার উদ্দেশ্যে চুয়াডাঙ্গা ত্যাগ করবেন। সেখানে আনুষ্ঠানিকতা সম্পূর্ণের পর আজ ১৪ ডিসেম্বর সকালে ইনডিয়ান এয়ারলাইন্সে কলকাতার নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বোস বিমানবন্দর পৌঁছবেন।

বেলা ১১টায় ভারতের বিমান বাহিনির প্রতিনিধি দল তাদেরকে অভ্যর্থনা জানিয়ে হোটেল তাজ বাংলা হোটেলে পৌঁছে দেবেন। সন্ধ্যায় কলকাতার পেনারসেফ গেটে বাংলাদেশের প্রতিনিধি দলের সাথে ভারতের বিশিষ্ট নাগরিকদের সাক্ষাৎ অনুষ্ঠিত হবে।

১৫ ডিসেম্বর অ্যালবাট এক্কা অডিটরিয়ামে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণকারি ইন্ডিয়ান আর্মিদের সাথে বাংলাদেশের প্রতিনিধি দলের মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হবে। ওই মতবিনিময় সভায় বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের ৩ জন সদস্যকে সংবর্ধনা প্রদান করা হবে।

১৬ ডিসেম্বর বাংলাদেশের বিজয় দিবসে কলকাতার বিজয় সরণিতে বিজয় দিবসের অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন প্রতিনিধি দল।

সকাল ১০টায় কলকাতার ভার্তিকায় ভারতের গণমাধ্যম সাংবাদিকদের সাথে মতবিনিময় অনুষ্ঠিত হবে। সন্ধ্যায় ফোর্ট উইলিয়ামে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে যোগদান করবেন। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান শেষে আর্মি অফিসার্স ক্লাবের উদ্যোগে বিজয় দিবসের বিশেষ নৈশভোজে যোগ দেবেন।

১৭ ডিসেম্বর সকাল ১০টায় ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল পরিদর্শন করবেন, বিকেলে জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে বিশেষ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপভোগ করবেন। ১৮ ডিসেম্বর প্রতিনিধি দলটি দেশে ফিরবেন।

বীর প্রতীক সুবেদার মেজর (অবঃ) খন্দকার সাইদুর রহমান জীবনবাজী রেখে অকুতভয় এই বীর সেনানী পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীকে করেছিলেন পর্যুদস্ত। ১৯৭১ সালের ২৩ মার্চ মুক্তিযুদ্ধে তিনি যশোর ইপিআর সেক্টর হেডকোয়ার্টার্সে পাকিস্তানি পতাকা নামিয়ে বাংলাদেশি পতাকা উত্তোলন করার দুঃসাহস দেখান।

এ অসম সাহসী কর্মকান্ডের ১ দিন পর ২৫মার্চ সকালে তিনি পাকিস্তান বাহিনীর কয়েকজন সেনাকে গুলিবিদ্ধ করেন। এ কারণে তিনি পাকিস্তানি বাহিনীর হাতে আটকও হন। পরে ইপি আর সদস্যরা তাকে দরজা ভেঙ্গে মুক্ত করেন।

৩০ মার্চ পাকিস্তান সেনাবাহিনির ৭২টি কনভয় যশোর প্রবেশ করে। তিনি অ্যান্টি ট্যাঙ্ক বিধ্বংসী কামানের গোলায় সেই বিরাট কনভয়রাশির ভেতর ৫/৭টি ধ্বংস করেন।

৩১ জুলাই জামালপুর জেলার ধামিয়া এলাকায় বীর উত্তম শহীদ ক্যাপ্টেন সালাউদ্দীন মমতাজের নেতৃত্বে তিনি পাকিস্তান বাহিনির মোকাবেলা করেন। সর্বাত্মক সেই যুদ্ধে ৩০/৩৫ জন সেনাবাহিনী ও ইপিআর সদস্য নিহত হন। সেই মরণপণ যুদ্ধের মুহুর্তে তিনি জীবনবাজী রেখে লড়েন। তিনি ১০/১২ জন পাকিস্তানি সেনা নিহত করেন।

কিন্তু নিজের পেটে গুলি লাগে। মারাত্মক আহত তাকে নিয়ে ভর্তি করা হয় ভারতের গোয়াহাটি আর্মি হাসপাতালে। কিছুটা সুস্থ্য হলে দেশে ফিরে সিলেট এলাকায় যুদ্ধে যোগ দেন।
১১ নভেম্বর সিলেটের কানাইঘাটে মেজর (অবঃ) জিয়াউদ্দীনের নির্দেশে পাকিস্থান সেনাবাহিনীর সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হন।

পাকিস্তান বাহিনী পেছন দিক থেকে আক্রমন চালালে বেকায়দায় পড়েন মুক্তিবাহিনি। সে সময় মেজর (অবঃ) জিয়াউদ্দীনের নির্দেশে কৌশলে সকলে সে স্থান ত্যাগ করেন। কিন্তু সাইদুর রহমানসহ ৫ সৈনিকের নিকট সে নির্দেশ পৌঁছে নি।

তিনি বেপরোয়া ভাবে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর উপর লাগাতার গুলি চালাতে চালাতে তাদের শরীর মাড়িয়ে পালিয়ে নিরাপদ স্থানে যেতে সক্ষম হয়েছিলেন। পরবর্তিতে তিনি মুক্তিযুদ্ধে ধারাবাহিক বীরত্বের জন্য বীর প্রতীক খেতাব লাভ করেন।

তিনি চুয়াডাঙ্গা জেলার কৃতি সন্তান এবং আলমডাঙ্গার ঘোষবিলা গ্রামের প্রয়াত খন্দকার আব্দুল মজিদের পুত্র।

- আলমডাঙ্গা প্রতিনিধি

আলমডাঙ্গার নাগদাহ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের টাকা আত্মসাতের অভিযোগ

আলমডাঙ্গার নাগদাহ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের দুই শিক্ষকের বিরুদ্ধে বিদ্যালয়ের ভর্তি ও ফরম ফিলাপের টাকা আত্মসাতের অভিযোগ উঠেছে। চলতি বছরে দুই শিক্ষক বিদ্যালয়ের রশিদ ছাড়া টাকা উত্তোলন করে এ টাকা আত্মসাৎ করে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

জানা গেছে, আলমডাঙ্গা উপজেলার নাগদাহ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক গোলজার হোসেন বাদল ও খায়রুল বাশারের বিরুদ্ধে বিদ্যালয়ের টাকা আত্মসাতের অভিযোগ পাওয়া গেছে। বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষক বকুল হোসেন অভিযোগ করে বলেন, বিদ্যালয়ে জাফর আলী নামে একজন হিসাবরক্ষক নিয়োজিত আছেন।

কিন্তু সহকারি শিক্ষক গোলজার হোসেন বাদল ১৯ শত ৫০ টাকা ও খায়রুল বাশার ৩ হাজার টাকা প্রভাব খাটিয়ে বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে থেকে ভর্তি ও ফরম ফিলাপ বাবদ টাকা উত্তোলন করেন।

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]
[illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

-[illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]-[illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]-[illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible]

[illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible], [illegible] [illegible]

কর্মকর্তা আরাফাত উল্লাহ, প্রেসক্লাবের সম্পাদক মুক্তিযোদ্ধা হামিদুল ইসলাম আজম, এস আই আসিকুর রহমান প্রমুখ।

প্রতিযোগীতায় অংশ নেয়, আলমডাঙ্গা মাদ্রাসা,পাচকমলাপুর মাদ্রাসা, শ্যামপুর মাদ্রাসা, নওলামারি মাদ্রাসা ও কলাকেন্দ্র।

কেরাত প্রতিযোগীতায় আলমডাঙ্গা মাদ্রাসার ছাত্র মাহমুদুল হাসান প্রথম, একই মাদ্রাসার ইয়াসিন খান দ্বিতীয় এবং পাচঁকমলাপুর মাদ্রাসার ছাত্র আব্দুল হাই তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে।

রচনা প্রতিযোগীতায় প্রতিযোগীতায় যারা অংশ নিয়েছে তাদের খাতা দেখা হলে নাম জানানো হবে এবং বিজয় দিবসের দিন বিজয়িদের পুরস্কার দেওয়া হবে।

- আলমডাঙ্গা প্রতিনিধি

আলমডাঙ্গার ফরিদপুর গ্রামে তাফছির মহফিল পরবর্তি জরুরি সভা

আলমডাঙ্গার ফরিদপুর গ্রামে তাফছির মহফিল পরবর্তি মন্ডলদের জরুরি সভা অনুষ্টিত হয়েছে।
গত বুধবার বেলা সাড়ে ১১টার দিকে ফরিদপুর স্কুল পাড়া জামে মসজিদ প্রাঙ্গনে এই সভা অনুষ্টিত হয়।
সভায় সভাপতিত্ব করেন বদরদ্দিন ভাদু মন্ডল। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ১০ গ্রামের মন্ডল ও আলমডাঙ্গা পৌর সভার সাবেক মেয়র মুক্তিযোদ্ধা এম সবেদ আলী।

তিনি বলেন এটা বিজয়ের মাস, ১৯৭১ সালের এই মাসে আমরা পাকিস্থানিদের পরাজিত করে বিজয় ছিনিয়ে এনেছিলাম। তাই এই বিজয়ের মাসে সকলকে শপথ নিতে হবে, গ্রাম থেকে সন্ত্রাস, বাল্যবিয়ে, জঙ্গিবাদ, মাদকের হাত থেকে যুব সমাজকে রক্ষা করতে পদক্ষেপ নেব। বাল্যবিয়ে দেব না, মাদক বা নেশা করব না, সন্ত্রাস মুক্ত সমাজ

গড়ব।

সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মন্ডল ও সোনালী ব্যাংকের সিনিয়র প্রিন্সিপাল অফিসার সিরাজুল ইসলাম, এম সবেদ আলী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সিদ্দিকুর রহমান, মন্ডল তাইজাল হোসেন, মন্ডল আ.ফ.ম সিরাজ সামজি, আবুল কাশেম, রিকাত আলী, মানোয়র হোসেন।

মন্ডল ইমদাদুল হক জান্টুর উপস্থাপনায় অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন দাউদ জোয়ার্দার, আমজেদ মন্ডল, আতিয়ার মন্ডল, পলান মন্ডল, জগলুল কবির, সুজাউল হক মনা, মতিয়ার রহমান, সাদেক মন্ডল, সোহরাব উদ্দিন, রবিউল হক, আসাদুজ্জামান পানু প্রমুখ।

সভায় সম্প্রতি তাফসির মাফিল পরবর্তি আলোচনা ও উপদেষ্টা মন্ডলির সকল সদস্য, কোষাধক্ষ কমিটি থেকে পদত্যাগ করবেন বলে ঘোষণা দেন এবং অচিরেই নতুন উপদেষ্টা কমিটি সহ পুর্নাঙ্গ কমিটি গঠন করা হবে বলে সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়।

- আলমডাঙ্গা প্রতিনিধি

আলমডাঙ্গা মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে প্রস্তুতি সভা অনুষ্টিত

আলমডাঙ্গা পৌর আওয়ামীলীগের উদ্যোগে মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে প্রস্তুতি সভা অনুষ্টিত হয়েছে।

গতকাল সন্ধায় উপজেলা আওয়ামী লীগের দলীয় কার্যলয়ে পৌর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও পৌর কাউন্সিলর মতিয়ার রহমান ফারুকের সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ইয়াকুব আলী মাষ্টার।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, উপজেলা আওয়ামী লীগের সহ-

সভাপতি খন্দকার শাহ আলম মন্টু, মুক্তিযোদ্ধা হামিদুল ইসলাম, ১নং-ওয়ার্ড আওয়ামী লীগের সভাপতি সোনাউল্লাহ, সম্পাদক কামাল হোসেন, ২নং ওয়ার্ডের সভাপতি দীনেশ কুমার, সম্পাদক ও পৌর কাউন্সিলর জহুরুল ইসলাম স্বপন।

যুবলীগ নেতা সাইফুর রহমান পিন্টুর উপস্থাপনায় অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন সরকারি কলেজ ছাত্রলীগের সভাপতি আশরাফুল ইসলাম, ২নং ওয়ার্ড সভাপতি জাহাঙ্গীর আলম খান, সম্পাদক খন্দকার মজিবুল ইসলাম, ৭ নং ওয়ার্ড সভাপতি দেলোয়ার হোসেন, ৯নং ওয়ার্ড সভাপতি শহিদুল হক মোল্লা, সম্পাদক শাফায়েত আলী, ৮ নং ওয়ার্ড সভাপতি আসমান আলী, ৪ নং ওয়ার্ড আওয়ামী লীগ নেতা মহসীন কামাল প্রমুখ।

সভায় মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে বিভিন্ন কর্মসুচি পালনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

- আলমডাঙ্গা প্রতিনিধি